রজব আলির জ্ঞানগম্যি

স্নেহেন্দু মাইতি

ভদ্রেশ্বরের জি.টি. রোডের ধারে এ্যালায়েড কেমিক্যালস্ কোঃ লিঃ এর অফিসে যে কেউ যে কোন সময়ে আসুক না কেন, রজব আলিকে চোখে পড়বেই। সবচেয়ে ব্যস্ত পিওন। অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। সে নামেই প্রতিবন্ধী নয়। শিশু কালে পোলিও হওয়ার ফলে ডান পা-টা কাঠির মত। দেখলেই বোঝা যায় চলতে খুব কষ্ট। বাম পায়ে ভর দিয়ে রীতিমত খুঁড়িয়ে চলতে হয়। তার উপরে ডান হাতটি আবার ভেঙেছে। সেও শিশু কালেই। কম দুরন্ত তো ছিল না। হাতটাকে আর সোজা করা যায়নি। তবে সেই ভাঙা হাতেই কাগজ পত্র ধরে বড় সাহেব থেকে কেরানীবাবুদের টেবিলে টেবিলে যে ক্ষিপ্রতায় পৌঁছে দেয় তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কণা জন্মায়। আহা বেচারি! কোম্পানীর কর্তাদের উপরে ঘেন্না ধরে যায়। প্রতিবন্ধী মানুষকে এভাবে খাটায়!

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। রজব যেচে যেচে সাহেবসুবো থেকে আরম্ভ করে কেরানীবাবুদের কাগজপত্র এ-টেবিল সে-টেবিল করে। কাজে ফাঁকি দেওয়াই যেখানে মজ্জাগত--রজব এক বিরল ব্যতিক্রম। অফিসে আরও তিনজন পিওন,ভূপতি, ওসমান ও নগেন রয়েছে। তারা গল্পগুজব, তাসপাশা, পরনিন্দা ও রাজনীতির চর্চা করে আর আসে যায়। কোন সাহেবের বেল বাজলে তাদের মধ্যেই রজবকে অর্ডার করে, 'রজব, বড় সাহেবের ঘন্টা বেজেছে।'

'এই যে, রজনীবাবুর কাগজটা পৌঁছে দিয়েই যাচ্ছি।' রজব যেন নাচতে নাচতে বড় সাহেবের ঘরে ঢোকে।

বড় সাহেব রজবকে দেখে খুশি হন। সে বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি। সিক্স পর্যন্ত। কিন্তু কার কাছে কোন্ কাগজটা যাবে সেটা দিতে কোন ভুল হয় না। বছর খানেকের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রমাণ করতে পেরেছে যে, অফিসে সেই একমাত্র কাজের পিওন। ভূপতি, ওসমান, নগেন দিব্যি আসে যায় মাইনে পায়--আর রজবকে দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে বলাবলি করে, আজকালকার যুগেও মানুষ এত গোমুখ্যু হয়!

বোকার হাড্ডি, গোমুখ্যু এসব যে রজব বোঝে না তা নয়। কিন্তু তার আববাজানের কাছে যে জ্ঞানগম্যি পেয়েছে তা পায়ে ফেলে কেমন করে! আববা বার বার করে পাখিপড়ার মতো করে শিখিয়েছে, ফাঁকি দিয়ে রোজগার হারামের পয়সা। খাটলে আল্লা দু'হাতে ভরে দেন। তাঁর চোখ আছে। দেওয়াল ফুঁড়ে দেখতে পান। আল্লা মেহেরবান।

সেই ফেরেস্তার মত আববা যখন দশ বছর আগে জি.টি রোডে সাইকেলে বাজার করতে গিয়ে এ্যাক্সিডেন্টে পড়ল, হাসপাতালে মর-মর, কোম্পানীর বড় সাহেব খবর শুনেই সেখানে হাজির। সাহেবকে দেখে আববার চোখের পানি আর বাগ মানে না। সাহেবের মত সাহেব যেমন লম্বা-চওড়া ধবধবে মাথায় চুল, তেমন গলার স্বর। আববা কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'এই গরীবের ফ্যামেলিটারে বাঁচান স্যার। ঐ আমার ছেলে রজব। একমাত্র ছেলে স্যার। ও খোঁড়া হলে হবে কী, পিওনের কাজ করে দিতে পারবে। আমার চেয়ে বেশি লেখাপড়া শিখেছে। খোদার কসম নিয়ে বলছি স্যার।'

‘এত কথা কেন বলছ গরিবুল্লা, চুপ কর। সেরে ওঠ।’

‘সেরে?’ আববা কথা বলতে পারে না। আঁখ থেকেপানি নেমে আসে। অমন জাঁদরেল তাগড়াই সাহেবও চোখে মাল দেন।

রজব, তার নিবোন আর আম্মা আববার বেডের এককোণে তখন জড়সড়।

না, আববা আর হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। রজব পিওন হিসেবে বহাল হ’ল। আববা পড়াশোনা তেমন কিছু না করলে কী হবে, আল্লার উপরে ভরসা ছিল ষোলআনা। বলেছিল, ‘রজব, বাপজান আমার, সাহেব যদি দয়া করেন, খেটে পয়সা নিস্। ফাঁকি দেওয়া গুনাহ। অফিসে আমি তো মাছির মত। থাকলাম কী গেলাম কী যায় আসে! তবু সাহেব দেখতে এসেছেন। আমি অফিসকে মাথায় করে রাখতাম। তুইও,’ আববা কথাও শেষ করতে পারেনি।

রজবকে প্রথমদিন অফিসে দেখে বড় সাহেব ছাড়া সবাই চোখ-নাক-মুখ কুঁচকেছিল। কিন্তু আল্লার দয়ায় সে প্রমাণ করতে পেরেছে যে সে গরিবুল্লার বেটা।

সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু একদিন সেই বড় সাহেব বদলী হলেন। নতুন বড় সাহেব এসে রজবের দিনকাল একেবারে প াল্টে দিলেন। নামে বড় সাহেব ঠিকই, কিন্তু রোগাপটকা, গায়ের রং শ্যামলা, গলার স্বরও তেমন বাজখাই নয়--কিন্তু ক’দিন যেতে না যেতেই সবাই বুঝে গেল, এই নতুন বড় সাহেব বাঘ নয়, বাঘের বাঘ। যে কেউ হুট্ করে ঘরে ঢুকবে--উপ ায় নেই। পাগড়ি-পরা লছমন শিং বাইরে পাহারায় বহাল হ’ল। এমন কী মেজো সাহেবও ঘরে ঢুকতে গেলে আগে থেকে এত্তেলা দিতে হয়। রজব আলি ভেবেছিল, সে ছাড় পাবে। কিন্তু না, সকলের উপরেই এই হুকুমজারি। আববা নিজেকে বলত, অফিসে সে মাছি--আর রজবের যে শরীরের অবস্থা, সে তো মাছির মাছি।

কড়াকড়িতে রজব প্রথমটা বিশেষ মুষড়ে পড়েনি। কারণ, নিয়ে যাবার ডাক পড়লে তবেই না-হয় বড় সাহেবের ঘরে ঢুকবে--কিন্তু মাথায় একেবারে আসমান ভেঙে পড়ল যখন বড়বাবু তাকে ডেকে বললেন, ‘রজব, তুই তো অনেকদিন খেটে খেটে মরছিস্--ক’ দিন আয়েস কর্। যদ্দিন এই নতুন বড় সাহেব রয়েছে। হুকুমজারি হয়েছে তুই যেন কাজগপত্র নিয়ে অ ার ছোটাছুটি না-করিস।’

‘মানে, মানে আমার কাজ’-- নেই কথাটি উচচারণ করতে পারে না রজব। তার আগেই গলা শুকিয়ে কাঠ।

‘ভয় নেই, কাজ আছে। কিন্তু কাজ করতে হবে না। আয়েস কর না, ক্ষতি কী? অনেকদিন তো কাজ করলি।’

কাজ না-করে পয়সা, সে তো ভিখ্ পাওয়া। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। বড় সাহেব ছোট একটু হুকুমজারিতেই তার সেই কাজ-করার খুশি-খুশি মুখ একেবারে আম্সি। মনে মনে হিসেব করে সে, এই সাহেব আসার পরে মাত্র সাতটা দিন কাজ করেছে। বড় সাহেবেরই বেশি কাজগপত্র।

রজব এখন টুলে বসে হাওয়া গোণে। তার জ্ঞানগম্যি বলতে, খেটে খেতে হয়, এই টুকুই। সে সাতে পাঁচে নেই। র াজনীতির প্যাঁচপায়জারা বোঝে না। সব তো ঠিকঠাক চলছে-- কেবল তাকেই কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনটা হল কেন? নগেন, যতীন, ওসমান গজ গজ করতে করতে কাজ করছে আর বড় সাহেবের চোদ্দ পুষকে দোজাখে পাঠাচ্ছে। ক

াগজপত্র উল্টোপাল্টা করে ফাঁকি দেওয়ার ফিকির খুঁজলে হবে কী--বড় সাহেবের এক হুঙ্কারেই ফুটো বেলুন। সে যা হয় হোক, সর্বনাশ তো হ'ল তারই। ক'দিন সে কাজের জন্যে কেরানীবাবু থেকে আরম্ভ করে মেজো সাহেব পর্যন্ত সকলের ক াছে খুব ছোটাছুটি করল। কিন্তু কার ঘাড়ে মাথা আছে যে, তাকে কাজ দেয়। রজব একেবারে দিশেহারা।

কেন এমন হল? কাজে কী তার কোন ভুলচুক হয়েছে? যদি হয়েই থাকে ডেকে আচ্ছা করে ধমক দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। নাকি অন্য কিছু! কাজে যে ভুল হয়নি হলফ করে বলতে পারে। দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেছে। ভুলের কথ া কেউ কোনদিন বলতে পারেনি। তাহলে! হঠাৎ রজবের মনে পড়ে যায় সে দেখতে খুব বিচ্ছিরি। তাকে নাকি একেবারে ছ াগলের মত দেখতে লাগে। তাই কী বড় সাহেব ক্ষেপে গেলেন! তাহলে তো একটা হুকুমজারি করলেই হত, রজব যেন অ ামার ত্রিসীমানায় না আসে। সে সব না করে এ কেমন শাস্তি!

আজকাল সব অফিসেই ইউনিয়ন আছে। অমলবাবু নেতা। রজব তার কাছে গিয়ে বলতে সে আমলই দিল না। বললে, 'চাকরি গেলে লড়তাম, কাজ না করে মাইনে--এতো তোরই ভাল।'

রজব তো তাজ্জব। কাজ না করে মাইনে, এযে ভিখ্ মাগা! আর জোর করে মাইনে আদায় কাজ না করে, বাপরে--সে তে া গুনাহ্। এটা অমলবাবুকে বোঝাতেই পারল না। কী যে করবে কিছুই কূলকিনারা করতে পারে না। মেজাজ খিঁচ্ড়ে থ াকে। বিবি তরাসে কথা বলতে পারে না। আম্মা অনেকদিন মুখ বুজে থেকে থেকে একদিন সাহস এসে জিগ্যেস করলো 'রজব তোর কী হইচে বাপ্ খুলে বল।'

রজবের চোখে পানি এসে পড়ে আর কী! 'সববনাশ হইচে আম্মা। আমাকে কোন কাজ করতে দেয় না। বসিয়ে রাখে।'

আম্মা চোখ কপালে তুলে বলে, 'হায় আল্লা, চাকরি নেই?'
'চাকরি আছে, কাজ নেই।'
'এ্যাঁ--এ আবার কী বলিস বাপ?'
'এ বড় আজব ব্যাপার আম্মা। কাজ নেই তবু নাকি মাস ফুরোলে মাইনে পাব। কিন্তু এ মাইনে তো ভিখ্। তাই ভাবছি আ ম্মা চাকরি আমি করব না।'
'হঠ্ করে মাথা গরম করিস না রজব। বড় সায়েবরে ক' না।'
'হায় আল্লা, মেহেরবান, একী হল?' বলে কপালে হাত ঠুকতে থাকল। দেখাদেখি তার বিবি ও দু'ছেলের সে কী কান্না!

রজব নিজের জ্ঞানগম্যি মত অন্য একটা পথও খুঁজে পেল। ভিক্ষে পাবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করবে। ডিমের ব্যবস া। আববারও এ ব্যবসা ছিল। অন্য সময়ে ঠোঙা বানাবে। বন্ধু তোয়েব মকবুল, আনসারকে বলতেই তারা ধমক দিয়ে বললে, 'গোমুখ্যু না হলে এসব ভাবে?'

যে যা বলে বলুক রজব কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নেয়, এটাই সে করবে। তবে তার আগে সাহেবের মুখোমুখি হয়ে জিগ্যেস করবে, তার গুনাহ্টা কোথায়?

সে তক্কে তক্কে থাকে। অনেক বলে কয়ে লছমন সিংকেও ফিট্ করে। তবু বড় সাহেবকে একা একা পায় না। ক'দিন ধরে ক্যা ন্টিনবাবুদের নিয়ে খুব ব্যস্ত। সেখানে নাকি টাকাপয়সার খুব গরমিল।

এরই মধ্যে বড়বাবু একদিন ডাকলেন, 'রজব--'

রজব একপায়ে খাড়া। 'এই যে স্যার--'
'বড় সাহেব তোর পারসোনাল ফাইল চাইলেন--'
কোন কাজের অর্ডার নয়। শুকনো মুখে রজব বললে 'ও'। এত দিন অফিসে চাকরি করায় পারসোনাল ফাইল ব্যাপারটা ভাল করে জানে। বেজার মুখে জিগ্যেস করলে, 'চাকরিটা যাবে, নয় বড়বাবু?'

বড়বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ' সে সব কী করে বলি বল?' তারপরে একটু থেমে বললেন, 'এ সাহেব এখানেই ছিলেন। বছর পনেরো আগে। তোর বাবাকে ভাল করে চিনতেন। তখন ছিল বুঝলি। এখন বড় সাহেব হয়ে-- বোঝা যায় না দিল্। ব্যাপারটা অমলবাবুকে জানিয়ে রাখিস্।'

জানিয়ে কচু হবে। মনে মনে বলে রজব। বরং এ চাকরির ফাঁস থেকে বেরোতে পারলেই সে বাঁচে। আল্লার উপরে বিশ্বাস কেমন যেন চটে যায়। মেহেরবান না ঘোড়ার ডিম। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এসপার ওস্পার করে ফেলবে।

তক্কে তক্কে থেকে একদিন সে ফাঁকাও পেয়ে গেল। লছমন সিং সাহেবকে জিজ্ঞেস করায় দেখা করার অনুমতি মিলল।

ঘরে ঢুকেই রজব লম্বা করে সেলাম ঠুকল। স্যার রোগা-পট্কা হলে কী হবে, দৃষ্টির ধার সুইকেও হার মানায়। যেন, এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। 'স্যার, নফরের গোস্তাকি মাফ করবেন স্যার'--বলে চলে রজব, 'আমাকে কেন এত শাস্তি দিলেন স্যার? এ কেমন ফরমান--কোন কাজ নেই স্যার--'

'তুমি যেভাবে কাজ কর, খুব কষ্ট হয়, ঠিক কিনা?' অবাক-করা নরম স্বরে জিগ্যেস করেন সাহেব।

কষ্ট যে হয় না, তা নয়। কিন্তু কাজ করার আনন্দে রজব কিছু বুঝতে পারে না। বলে 'একী কষ্ট স্যার। আল্লার ফরমান, খেটে খেতে হয়।'

'হুম। ওরকম খাটার প্রয়োজন নেই। তোমাকে খাটতে হবে ঠিকই, তবে বসে বসে। আরো বেশি খাটতে হবে। ক্যান্টিনে কুপন সেলের হিসেব। মাস শেষ হলেই অর্ডার পাবে। এমনিতেই তোমাকে ডাকতাম। পারবে না এ কাজ?'

'স্যার,'--রজব একেবারে হাঁ।

'তুমি গরিবুল্লাদার ছেলে। ঠিক পারবে। তবে প্রমোশন নিতে হলে হাতের লেখা ভাল করতে হবে। বুঝলে?'

রজব যে কী বলবে, করবে ঠিক করতে পারে না। আববাজানের কথা মনে পড়েছিল। তার চোখ ফেটে ফোয়ারা দিয়ে যেন গরম পানি বেরিয়ে আসবে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com